(১ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ
اَلْبِدْعَةُ (আল-বিদআ'তু) তথা ("ইসলাম ধর্মে) নতুন কিছু সংযোগ বা সংযোজন")

" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে ভূমিকাঃ

সূচনাঃ " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটি ইসলাম ধর্মে তথা ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কারণ , " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বিষয়টি ইসলামি শরীয়তে আইনগত দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে । তাছাড়া, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটি আরবি ভাষা বা আরবি অভিধানের একটি শব্দ হওয়ায় শাব্দিক দিক দিয়েও এর বিশেষ মূল্যায়ন রয়েছে । সেই দৃষ্টি কোন থেকে আমি এখানে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির দুটি দিকেরই বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা । একটি এর "শাব্দিক" দিক অপরটি এর "শরীয়তী তথা আইনগত" দিক। ইসলামি শরীয়তে এর আইনগত দিকই মূখ্য উদ্দেশ্য । কারণ, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ প্রয়োগে ব্যর্থ হলে ইসলাম ধর্মে তথা ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে নতুন আইনের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং মানবীয় আইনের সাথে ঐশ্বরিক আইনের সংমিশ্রণ ঘটে যাবে। ইসলাম ধর্মে তথা ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে নতুন আইনের অনুপ্রবেশ রোধ কল্পে এবং মানবীয় আইনের সাথে ঐশ্বরিক আইনের সংমিশ্রণ থেকে হেফাজত তথা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা নতুন "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" হারাম করা হয়েছে। যাহোক, আমি এখানে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দের শরীয়তী তথা আইনগত অর্থের পাশাপাশি এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করব।
এই " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির সঠিক অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হলে মুসলিম সমাজে জ্ঞানী-গুণী ও সাধারন মুসলমানের মধ্যে اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ দেখা দিবে। এর ফলে মুসলিম উম্মার ঐক্য বিনষ্ট হয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে অনৈক্য ও অশান্তির সূত্রপাত ঘটবে।
এখানে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থটিই মূখ্য উদ্দেশ্য বিধায় সর্ব প্রথম আমি " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির আইনগত অর্থটি ব্যাখ্যা করব যাতে করে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থটি মুসলিম মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতপর আমি এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করব। এটা এ জন্য যে, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলে এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝতে অতি সহজ হবে এবং " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ এবং অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে কোন ভুল হবে না। এর ফলে , উভয় অর্থকে স্বস্ব অবস্থায় স্বস্ব স্থানে যথাযথ প্রয়োগ করতেও ভুল হবে না। " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) এর সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা লাভ করার পূর্বে আমি " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা।

" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অর্থ বুঝানোর জন্য আমি এখানে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুটি পবিত্র হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করেছি।
"اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ [১]"
(অর্থঃ-"তোমরা "(ইসলাম ধর্মে) নতুন আইন হিসেবে] সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা

নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত প্রত্যেকটি নতুন কিছুই" [1] বিদআত , সকল বিদআত তথা "(ইসলাম ধর্মে)(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত প্রত্যেকটি নতুন কিছুই" [2] ভ্রষ্টতা, আবু দা উদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭।

[২] " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (অর্থঃ- যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু(নতুন আইন) সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভূক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬।)

উপরে প্রথম হাদিস শরীফ খানাতে বর্ণিত বিদআত "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির প্রথমে আমি হাদিস শরীফ ভিত্তিক শরীয়তী তথা আইনগত অর্থটিই যে হাদিস শরীফের চাহিদা মোতাবেক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার উদ্দেশ্য সে বিষয়টি তুলে ধরব, পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এর অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা ।

এটা এই জন্য যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধসমূহের জন্য রচিত শব্দাবলীর সবগুলোর আইনগত দিকই উদ্দেশ্য, শাব্দিক দিক উদ্দেশ্য নহে।

ইসলাম মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম। মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। যে ইসলাম গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বলা হয়। এ মুসলিম জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ন করেছেন। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস শরীফ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শ্বাসত বানীর অমূল্য ব্যাখ্যা।

মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম হচ্ছে মুসলিম জাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবন ব্যবস্থার পরিচিত নাম হচ্ছ " شَرِيْعَةٌ" (শরীয়ত) তথা "আইন" । মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় সৃষ্টি ও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায়ই ইসলামি শরীয়ত ("اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইন পরিপূর্ণ হয়েছে। এতে কোন অপূর্ণতা বা ত্রুটি নেই। কাজেই , পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন-

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি,

৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন

---

[1] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

[2] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি এরকম সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে "ফরজ বা হারাম" বলে ঘোষণা দিয়ে নতুন আইন তৈরী করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোতে কোন নতুন ফরজ বা হারাম যোগ করার কোন প্রয়োজন নাই বা কারো কোন অধিকারও নেই।

(১) যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ ----------

"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا" -

(অর্থঃ-"আমি (আল্লাহ তাআ'লা) আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন তথা ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়া'মতকে পূরা করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের হিসেবে মনোনীত করলাম" সুরা আল মায়িদা, আয়াত নং-৩)। উপরোক্ত আয়াতে কারিমা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়ত পরিপূর্ণ। এতে আইন-কানুন হ্রাস-বৃদ্ধির সুযোগ ও অধিকার কোন মুসলিম মানুষের নেই। নিম্নে "ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়ত" এ তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হল ।

ইসলামঃ ইসলাম মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনুগত্যের নাই হচ্ছে ইসলাম। অন্য কথায়, এ মহাবিশ্বটি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহান সৃষ্টি । তাঁর এ সৃষ্টির মধ্যে মানুষ জাতিই শ্রেষ্ঠ । এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতি যাতে এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন । এ জীবন ব্যবস্থার পরিচিতি নাম হচ্ছে ইসলাম ।

ধর্মঃ মানব জাতির প্রথম মানুষ আমাদের আদি পিতা ও নবী আলাইহিমুস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাই ওয়া সালামা পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক প্রদত্ত এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস, নিয়ম, আইন-কানুন ও বিষয়কে (যেমন- আল্লাহ, ফেরেশ্তা, বেহেস্ত, দোযখ ও আখিরাত বিশ্বাস করা ইত্যাদি এ সকল বিষয় মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত সকল ধর্ম ও শরীয়তে এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল ছিল ও আছে) ধর্ম বলে ।

শরীয়তঃ মুসলিম জাতিকে সুশৃঙ্খলার সাথে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কতগুলো অপরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধ দিয়েছেন । যেমন- আল্লাহ, ফেরেশ্তা, বেহেস্ত, দোযখ ও আখিরাত বিশ্বাস করা ইত্যাদি এ সকল বিষয় মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত সকল ধর্ম ও শরীয়তে এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল

ছিল ও আছে । আবার কতগুলো পরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধও দিয়েছেন । যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া ইত্যাদি এ সকল বিষয় মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত সকল ধর্ম ও শরীয়তে এক ও অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল ছিল না বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ভিবিন্ন ধর্ম ও শরীয়তে পরিবর্তনশীল ছিল । এ বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে শরীয়ত ।

শরীয়ত অর্থ পথ ও পন্থা । ইসলাম ধর্মে এ পথ ও পন্থা হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রাপ্তির অথবা মহান আল্লাহ তাআআ'লার পরিচয় লাভের পথ ও পন্থা ।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের ("ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়ত") অন্তর্ভূক্ত সব আইন-কানুন ও বিষয়সমূহ মানা, কার্যকর করা , পালন করা এবং সম্পাদন করা মুসলিম মানুষের উপর ফরজ ও আবশ্যক দায়িত্ব। ইসলাম, ধর্ম ও শরীয়তে উল্লেখ নেই [3] এমন সব নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তুগুলোকে " মুবাহ ও জায়িয" হিসেবে আমল করতে হবে। এ সব বিষয়গুলোকে "হারাম-ফরজ" বলে বলে আইনে পরিণত করা শিরক ও হারাম। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ইসলামি শরীয়ত তথা আইন (ফরজ-হারামগুলো) স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে ।

(২) যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আরো বলেনঃ--" وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ (অর্থঃ-আর তিনি (মহান আল্লাহ তাআ'লা) তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন", সুরা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯) ।

(৩) যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আরো বলেনঃ

" قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ " (অর্থঃ-" আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন", সুরা আল আনআম, আয়াত নং-১৫১)।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- " أِنَّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ'' وأِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ " (অর্থঃ- "নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট আর হারাম স্পষ্ট", আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৯, একটু পবির্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৫১)।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারামগুলোর সংখ্যা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত

---

[3] **এমন কিছুই হচ্ছে**>>((মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভুত, ("শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভুত ১, ঐচ্ছিক বিষয়" ২ তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে ["أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমুহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো))<< "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) ।"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ২৫৯ প্রষ্ঠা দেখুন ।

[১] যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে । অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়কে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

[২]যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৫৯ এ দেখুন ।

নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলো বর্ণনা করে ইসলামি শরীয়তের বাউন্ডারী বা সীমানা টেনে দিয়েছেন যাতে করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার ইনতিকালের পর তাঁরই প্রদত্ত সীমাকে মুসলিম জাতির কোন মানুষ ভেদ করতে না পারে। অর্থাৎ মুসলিম জাতির কোন মানুষ যাতে করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলোর চেয়ে একটি ফরজ-হারাম হ্রাস-বৃদ্ধি করতে না পারে।

তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামার আদেশকৃত বিষয়টি, নিষেধকৃত বিষয়টি এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফঃ " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " বাক্যটিতে ব্যবহৃত " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বিষয়টি নির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত না হলে, ছোট-বড়,মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিল) সকল মুসলিম সাধারন মানুষ-আলিম মানুষের নিকট ফরজ , হারাম ও " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বিষয়টির অস্তিত্ব সর্বযুগে সর্বকালে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আসন্ন ছোট-বড় , মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিলের)নিকট কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন ব্যাতিরকেই দিবালোকের ন্যয় স্পষ্ট না হলে, ফরজ , হারাম ও " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)বিষয়টি অন্যের উপস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একা অথবা সম্মিলিতভাবে বা যৌথভাবে পালন করা , সম্পাদন করা ও বাস্তবে কার্যকর করা অসম্ভব এবং ঘৃন্যজনক, লজ্জাকর ও অশালীণ বিবেচিত না হলে "ফরজ , হারাম ও " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বিষয়টির প্রকৃতি , আকার, রূপরেখা ও কাঠামো সর্বযুগে, সর্বকালে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আসন্ন ছোট-বড় , মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিলের) নিকট অপরিবর্তনশীল না হলে বা অপরিবর্তনশীল না থাকলে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা হারাম" ভেবে বা "হারাম" মনে করে কোন নতুন বিষয়, কোন নতুন ব্যাপার, নতুন কাজ ও বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে মুসলিম উলামাকেরামগলণর দ্বিমত থাকলে, যে কোন নতুন বিষয়কেই যে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা বর্জনযোগ্য " হারাম বা " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বলেছেন এ বিষয়ের উপর সর্বযুগের সর্বকালে আমাদের নবী সাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামার যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি আসন্ন ছোট-বড়, মূর্খ-জ্ঞানী (আলিম-জাহিল) সকল স্তরের মুসলিম মানুষের নিকট বিশেষভাবে মুসলিম উলামাকেরাম গণের সম্মিলিত ঐক্যমত না থকলে বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হলে , উক্ত হারাম বা বিদআ'ত বিষয়টি দূর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়ার কারণে "হারাম বা" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বিষয়টির প্রকৃতি, আকার, রূপরেখা ও কাঠামো নির্ণয়ের এবং "হারাম বা " بِدْعَةٌ" বিদআ'তুন) বিষয়টির সংজ্ঞা ও পরিচিতি প্রদানের উপর মুসলিম উলামকেরাগণের দ্বিমত থাকলে ও সামান্যতম মতপার্থক্য থাকলেও মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি, নতুন ব্যাপারটি, নতুন কাজ ও বস্তুটি ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত"হারাম বা " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা নতুন "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" নহে বরং উহা মানব স্বীকৃত " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা শাব্দিক " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন)। কাজেই, উক্ত মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি থেকে বিরত থাকা অথবা উক্ত মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি "হারাম বা"" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" [4] হিসেবে বর্জন করা ফরজ নহে বরং মতপার্থক্যজনিত নতুন বিষয়টি "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" হিসেবে গণ্য ।

অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় ("শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়") তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির

---

[4] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ - " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন---

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম যে কোন নতুন ব্যাপার, বিষয়, কাজ ও বস্তুকে গ্রহণ করার,পালন করার ,মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক "ফরজ বলা বা ফরজ শব্দ প্রয়োগ করা এবং বর্জন করার জন্য হারাম বলা বা হারাম শব্দ প্রয়োগ করাই" হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক ফরজ-হারামগুলোতে (আদেশ-নিষেধগুলোতে) অসংখ্য ফরজ বা হারাম বৃদ্ধি করা। অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোর চেয়ে একটি ফরজ-হারামের হ্রাস-বৃদ্ধিই হচ্ছে " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) তথা "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" [5] ।

আর এরকম ফরজ-হারামের হ্রাস-বৃদ্ধিই হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঙ্ঘন করা যা ইসলামি শরীয়তে হারাম ।

এ কারনেই পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য, ইসলাম ধর্মের তথা ইসলামি শরীয়তের আইন রচনায় বা শরীয়ত প্রবর্তনে মুসলিম জাতির যে কোন স্তরের মানুষের অনাধিকার চর্চা বা অনাধিকার হস্তক্ষেপ বন্ধের জন্য, যে কোন মুসলিম মানুষের যে কোন মাতব্বরী ঠেকানোর জন্য এবং ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে

---

[5] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

"(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" তথা " بِدْعَةٌ" বিদআ'তুন) প্রচলন বা " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) অনুপ্রবেশ রোধ কল্পেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা গুরুত্বপূর্ণ দুখানা হাদিস শরীফ বলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ দুখানা নিম্নে দেয়া গেল।

عَنِ العرباض "اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ [4606]-" (অর্থঃ-(রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন) তোমরা (ইসলাম ধর্মে)নতুন আইন হিসেবে সংযোজিত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক বা নিজেদেরকে দূরে রাখ, নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে)নতুন [আইন হিসেবে] সংযোজিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদআত , সকল বিদআত (" بِدْعَةٌ") তথা "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই" [6] ভ্রষ্টতা, + ইরবাদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে , আবু দাউদ শরীফ , হাদিস শরীফ নং-৪৬০৭।

[২] " مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "(অর্থঃ- যে কেহ আমাদের শরীয়তে এমন কিছু(নতুন আইন) সংযোজন করে যা [মানুষ কর্তৃক কোন কিছুকে ফরজ বা হারাম বলিয়া ঘোষিত যে কোন মত] উহার [ধর্ম তথা শরীয়তের] অন্তর্ভূক্ত নয় [অর্থাৎ আমি যা ফরজ বা হারাম বলি নি] তাই পরিত্যাজ্য, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৬০৬ ।)

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে কোন মুসলিম মানুষ কর্তক ফরজ-হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে নতুন আইন তৈরী করার মানসিকতার মানে হচ্ছে যে, তার মতে ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে অপূর্ণতা বা ত্রুটি আছে । তার এরূপ মানসিকতা পবিত্র কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী।

আয়াত খানা এই-("مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ " অর্থঃ-"আমি কুরআনে কোন কিছুই বর্ণনা করতে ত্রুটি করিনি" সুরা আল আনআম, আয়াত নং-৩৮)। তার এরূপ মানসিকতা উপরে বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী হওয়ায় তার এরূপ খেয়াল থাকা বা এরূপ চিন্তা মনে উদয় হওয়া হীন মানসিকতারই পরিচায়ক এবং কুফুরী ও মুনাফিকির নিদর্শন।

কারণ, যা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের জন্য কল্যাণকর মহান আল্লাহ তা পবিত্র কুরআনে ফরজ করেছেন ও অনেক বিষয়েই ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরবও রয়েছেন এবং যা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের জন্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর তা মহান অল্লাহ পবিত্র কুরআনে ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার কুরআনের শ্বাশ্বত বানীর ব্যাখ্যা হাদিস শরীফে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বর্ণনাই পবিত্র কুরআন শরীফে বলে দিয়েছেন। যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেনঃ----------

" وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْئٍ " (অর্থঃ- [হে হাবিব] আমি আপনার উপর এমন কিতাব তথা পবিত্র কুরআন অবতীর্ন করেছি যাতে সব কিছুর বর্ণনা আছে, সুরা নহল, আয়াত নং-৮৯।)

এ আয়াতে কারিমা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি-নির্ধারনী বিবরণ পবিত্র কুরআনে আছে। প্রয়োজনীয় জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সব কিছুই নির্ধারণ করতে হবে। অতএব, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে যা ফরজ-হারাম করেন নি ও ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন তা

[6] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম মানুষের জন্য কল্যাণকর , জায়িয ও মুবাহ এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে মুসলিম মানুষ কর্তৃক ফরজ-হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে নতুন আইন তৈরী করাই হচ্ছে কুফুরী এবং মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমগণের লক্ষণ ও নিদর্শন অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা বর্তমান কালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমদের ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণের লক্ষণ ও নিদর্শন । কারণ, সে শরীয়ত প্রবর্তনে ও ইসলামি আইন রচনায় (ফরজ-হারাম ঘোষণায়) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করেছে(অংশীদারিত্ব করেছে) । এটা তার অধিকার নাই। যে শরীয়ত প্রবর্তনে ও ইসলামি আইন রচনায় (ফরজ-হারাম ঘোষণায়) মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করে (অংশীদারিত্ব করে) আল্লাহ তাআ'লা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

" إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ " (অর্থঃ- যে ব্যাক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে তবে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে দোযখ, আয়াত নং-৭২, সুরা আল মায়িদাহ) অতএব, (ক) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম ঘোষণা করেন নি এবং ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ রয়েছেন মুসলিম মাত্রেই তাকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরূপ যে কোন প্রশ্ন না করে চুপ থাকাই তার জন্য নিরাপদ ও কল্যাণকর। কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা যেমন মানুষের জন্য কল্যাণকর ঠিক তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তাআ'লা যা কিছু হারাম ঘোষণা না করে চুপ থেকে আইনবহির্ভূত ও ঐচ্ছিক এবং অবাধ ও মুক্ত রেখেছেন তাও মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য কল্যাণকর। মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলী পালনের ও আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতি যাতে এ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে, নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারে ও বসবাস করতে পারে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর জীবন পরিচালনা করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন ।এ জীবন ব্যবস্থার পরিচিতি নাম হচ্ছে ইসলাম। এ জীবন ব্যবস্থাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে শরীয়ত ।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের বিধি-নিষেধের বহির্ভূত মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (যেমন-মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ " وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ-এবং তিনি (আল্লাহ) এমন[নতুন] কিছু সৃষ্টি করবে ন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং- ৮ ।

মুসলিম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো হচ্ছে "শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষ " । শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় এ জন্য বলা হয় যে, এতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ নাই । এই শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় নিয়েই মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ

ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে (الْفُرْقَة তথা) বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ না থাকায় শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয়কে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত মহা অনুগ্রহ ও বড় নিয়ামত হিসেবে মনে করে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে উহার উপর অনবরত আমল করে যাচ্ছে ।

এই জন্য الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে জান্নাতী দল বলা হয়েছে । কারণ, তারা কোন নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো তথা শরীয়ত সমর্থিত, শরীয়তের বিধি-নিষেধ বহির্ভূত বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত ফরজ-হারামগুলোতে আরো অসংখ্য ফরজ- হারাম বৃদ্ধি করতে চায় না । এই একটি বেহেস্তী বড় দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে الْفُرْقَة তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হচ্ছে হারাম এবং দোযখী হওয়ার লক্ষণ ও নিদর্শন । কারণ, এই একটি বেহেস্তী দলকেই তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে হাদিস শরীফে " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)নামে দল বলা হয়েছে । বর্তমানে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দলটিই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে একটি দল হিসেবে পরিচিত।

আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র এই একটি বেহেস্তী দল "الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত")নামে দলটির এবং এই দলটির অসূসারীদের বিরোধী বা অপমানকারী মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন তথা শংকরজাতীয় মুসলিমগণ কর্তৃক সৃষ্ট ৭২ (বায়াত্তুর) দল -উপদল কোন অবস্থাতেই এই বেহেস্তী বড় দলটিকে "الْجَمَاعَةُ "(আল-জামাআ'তনামে)দলটিকে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত") নামে দলটিকে কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হদিস শরীফে বলেছেনঃ

" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ "

(অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না" আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত مَنْ خَالَفَهُمْ পরিবর্তে مَنْ يَخْذُلُهُمْ তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র এই বেহেস্তী বড় দলটিকে> الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে অনুসরন করার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------

"إِتَّبِعُوْا سَوَادَ الْأَعْظَمَ "(অর্থঃ- " তোমরা মহান দলের অর্থাৎ বড় দলের অনুসরন কর",)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই নির্দেশটি অমান্যকরা স্পষ্ট দোযখে যাওয়ারই নামান্তর।

মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষগন কর্তৃক বা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সৃষ্ট বিভিন্ন দল-উপদলের সমষ্টি ৭২ (বায়াত্তুর) দলটি আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য মুসলিম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এ সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে শরীয়ত সমর্থিত ঐচ্ছিক বিষয় হওয়া সত্বেও নিন্দনীয় বিদআ'ত বা হারাম বলে বলে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সীমিত হারামগুলোতে আরো অসংখ্য হারাম বৃদ্ধি করতে চায় ।

এ জন্যই ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদলের সমষ্টি ৭২ (বায়াত্তুর) দলকে হাদিস শরীফে দোযখী বলা হয়েছে । যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে কঠোরভাবে বলেছেনঃ

" أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اِفْتَرَقُوْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً
" وَ أَنَّ هَذِهِ المِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ،وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَ هِىَ الْجَمَاعَةُ

(অর্থঃ- " সাবধান! তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত আহলুল কিতাব (ইয়াহুদিরা ও নাছারারা) ছিল তারা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল,এই দল (আমার দল) "অচিরেই ৭৩ (তিয়াত্তুর) দলে বিভক্ত হবে, বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), আর তা হচ্ছে الْجَمَاعَةُ আল-জামাআ'ত" । সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামান্য পার্থক্য সহ মুসনাদে আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৯৩)।

অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ- " هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا " (অর্থঃ- তিনি [আল্লাহ] পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের [কল্যাণের] জন্যই সৃষ্টি করেছেন, সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-২৯।

আর পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ-হারাম ঘোষণা করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে চুপ না থেকে ফরজ না হারাম এরুপ যে কোন প্রশ্ন যে কেহ করলেই সে হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী। অন্য কথায় যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরুপ যে কোন প্রশ্ন করাই ইসলামি শরীয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ। যেখানে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরুপ যে কোন প্রশ্নকারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী সেখানে ফরজ বা হারাম মন্তব্যকারী আরো অধিক মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য।

যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে কঠোরভাবে বলেছেনঃ---" إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَ لَ عَنْ شَىْئٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحرّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه - (عن سَعْدِ بِنْ أَبِيْ وَقَّا ص عن أبِيْه-[بخاري- 7289] +(عن عامر بن سَعْدِ عن أبِيْه-مسلم-2358)

অর্থঃ-"নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে । অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা

হয়েছে",আমের বিন সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ সা'দ বিন আবি ওআক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে ,বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯)।

অতএব, এ বিষয়ে সতর্কতামূলক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্ন বর্ণিত হাদিস শরীফ খানা অনুসরন করতে পারি। হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে----------

" فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْئٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوامِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ "

(অর্থঃ- " যখন আমি, তোমাদেরকে কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে বলি তা ত্যাগ কর, আর যখন কোন আদেশ করি তা যতদূর সম্ভব পালন কর", বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৮, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৩৭ ।

হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে----------

قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ (بِكَثْرَةِ بِسُؤَالِهِمْ أَنْبِيَاءَهِمْ)وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ(و مَا نَهَيْتُكُمْ ـ ألمعجم الاوسط ، لطبراني) عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ(فَمَاأَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ سَيْءٍ فَأْتُوا مِنْه ــ ألمعجم الاوسط ،لطبراني) مَا اسْتَطَعْتُمْ " (1823) في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي -

অর্থঃ-রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও ।কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে ।আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর,আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর । সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ , সামান্য শাব্দিক আগ-পিছ ও পার্থক্যসহ আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৬০১৭(ব্রাকেটের ভিতর খোনো হয়েছে)।

উক্ত বিষয়ে বা ব্যাপারে নিজ থেকে ফরজ-হারামের মত বা অনূরুপ কোন মন্তব্য করে কারো নিজের ধ্বংস টেনে আনা উচিৎ নহে।

কাজেই, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়কে মুসলিম মানুষ কর্তৃক ফরজ-হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে এরুপ নতুন আইন তৈরী করার মত সংকীর্ণ, হীন মানসিকতা পরিহার করে সংশোধন হওয়ার জন্য ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছেন এমন জ্ঞানী-সূধীবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রইল । অতএব, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত সীমা মানার নামই হচ্ছে ইবাদত । কোন ইবাদতের বেলায় মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ পালনে সীমা অতিক্রম করলে উক্ত ইবাদত মূলতঃ আর ইবাদত থাকে না বরং উক্ত ইবাদত ইবাদতে পরিণত না হয়ে গোনাহে রূপান্তরিত হয় ।